হাসপাতালে কোভিড-১৯ রোগের ব্যবস্থাপনা

হাসপাতালের প্রবেশমুখে স্বাস্থ্য কর্মী দ্বারা সম্ভাব্য কোভিড-১৯ রোগের লক্ষণ (জ্বর, কাশি, শ্বাস কষ্ট) সহ রোগী সনাক্ত ।

↓

- সম্ভাব্য কোভিড-১৯ রোগীকে আলাদা বিশেষ কোভিড-১৯ বহির্বিভাগ/জরুরী বিভাগ রুমে স্থানান্তর।
- রোগীদের মাস্ক দেয়া হবে এবং রোগীর তাপমাত্রা পরিমাপ করা হবে।

↓

- চিকিৎসক রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন এবং রোগীর ভ্রমণ ইতিহাস বা অন্য দেশ থেকে আসা মানুষের সংস্পর্শে আসার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবেন।
- কেভিউ-১৯ রোগের লক্ষণ সময় থাকলে এ কাশি, শ্বাস কষ্ট, গলা ব্যথা, নাক দিয়ে পানি পড়া, ডায়রিয়া, বমি), সেই সাথে ভ্রমণ ইতিহাস বা সংস্পর্শ ইতিহাস থাকলে রোগের আদর্শ সংস্থা অনুসারে সন্দেহজনক কোভিড-১৯ রোগ সণাক্ত করবেন।

↓

সন্দেহজনক কোভিড-১৯ রোগীকে আইসোলেশন ওয়ার্ড বা কেবিনে পাঠানো হবে।

↓

রোগীর কাছ হতে কোভিড-১৯ এর RT-PCR পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

→

- কোভিড-১৯ প্রমানিত না হলে এবং রোগীর অন্য জটিল সমস্যা না থাকলে হোম কোয়য়ারেন্টাইন ১৪ দিনের জন্য।
- অন্যান্য জটিল সমস্যা থাকলে আইসোলেশন ওয়ার্ড হতে আইসোলেশন কেবিনে স্থানান্তর করা হবে।

↓

- কোভিড-১৯ প্রমানিত হলে রোগীকে চিকিৎসা প্রটোকল অনুযায়া চিকিৎসা প্রদান করা হবে।
- মৃদু উপসর্গ বিশিষ্ট কোভিড-১৯ রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়না। জ্বরের বা অনান্য উপসর্গের সাধারন চিকিৎসা দেয়া হয়।
- কোভিড-১৯ এর সাথে অন্য রোগ থাকলে (যেমন- ডায়াবেটিস,উচ্চ রক্ত চাপ ইত্যাদি) বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হবে
- অন্যান্য পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে যেমন- রক্ত পরীক্ষা, এক্সরে, সিটি স্ক্যান ইত্যাদি। উক্ত হাসপাতালে পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে অথবা নিউমোনিয়া বা অন্যান্য জটিলতা সৃষ্টি হলে প্রয়োজনে উচ্চতর হাসপাতালে বা আইসিইউ তে স্থানান্তর

→ নিউমোনিয়া, সেপটিক শক বা অন্যান্য জটিলতার চিকিৎসা প্রচলিত প্রটোকল অনুযায়ী করা হবে।

↓

পর পর দুইদিন জ্বরের ঔষুধ ছাড়াই জ্বর না থাকলে এবং পর পর দুই দিন কোভিড-১৯ এর RT-PCR পরীক্ষা নেগেটিভ হলে রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়ার জন্য ছাড়পত্র দেয়া হবে।